যায়যায়দিন

তারিখ 21 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তাড়াশ এডিপির শিক্ষা প্রকল্পের প্রি-স্কুল বা শিশুপাঠশালা কার্যক্রম এলাকার হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলার ৫০টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার শিশু শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের এ পাঠশালায় পড়ানো হচ্ছে।

হতদরিদ্র শিশুদের উন্নয়নে ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রি-স্কুল কার্যক্রম

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিশুদের বিদ্যালয়মুখো ও ঝরে পড়া রোধে এ প্রি-স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এডিপির শিক্ষা প্রকল্প অফিসার সঞ্জিব গাইন জানান, বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি সরকার অনুমোদিত এফআইভিডিবি কারিকলাম ব্যবহার করে তাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতির কারণে প্রতিদিন শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় বলে সরেজমিন পরিদর্শন কালে জানা যায়। শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ছয়দিন এখানে পাঠ্যদান করা হয়। সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পড়ানো হয়। জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বর্তমানে মোট ৪০টি পাঠশালায় পাঠ্যক্রম চলছে। ৪০টি পাঠশালায় এক হাজার শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।

প্রকল্প ম্যানেজার সেবাস্টিয়ান পিউরিফিকেশন বলেন, শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা শিশুদের বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার শিশুদের স্কুলমুখো করতে ১৯৯৮ সাল থেকে এ ব্যতিক্রমী পাঠশালা পরিচালিত হয়ে আসছে। তিনি আরো জানান, বর্তমানে প্রতি বছর এক হাজার শিশুকে স্কুলমুখো করা হচ্ছে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২৫০টি স্কুলে পরিচালিত করে ৫ হাজার ২৫০ জনকে পাঠদান করে ৪ হাজার ২০০ জনকে স্কুলমুখো করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৭-০৮ সালে দুই হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান করানোর পর ১ হাজার ৭৩০ জনকে স্কুলমুখো করতে সক্ষম হয়েছে।

এডিপি সূত্রে জানা যায়, নির্দিষ্ট কর্ম এলাকায় অস্থায়ী ভিত্তিতে সহায়ক/সহায়তাকারীকে (শিক্ষা) নিয়োগ দিয়ে এবং স্থানীয় জনগণকে স্কুল পরিচালনায় সব দায়-দায়িত্ব দিয়ে পাঠ্য কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়। এডিপি শুধু অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকে। দিন দিন এ শিশুপাঠশালা ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সরেজমিন উপজেলা চকজয়কৃষ্ণপুর, রঘুনিলি, শোলাপাড়া, খুঁটিগাছাসহ বিভিন্ন গ্রামের পাঠশালাগুলো ঘুরে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপস্থিত দেখা গেছে। শিক্ষার্থীর অধিকাংশই ঝরে পড়া, স্কুলবিমুখ ও হতদরিদ্র পরিবারের। চকজয়কৃষ্ণপুর গ্রামের পাঠশালা শিক্ষার্থীর অভিভাবক দরিদ্র কৃষক আলাউদ্দিন বলেন, আমাদের শিশুদের স্কুলমুখো করার জন্য এ ব্যতিক্রমী পাঠশালা চালু করায় ব্যাপক উপকার হচ্ছে। রঘুনিলি গ্রামের শিক্ষার্থীর অভিভাবক গৃহবধূ মুকুল খাতুন বলেন, আমার পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে এতোদিন বই নিয়ে পড়তে বসতে না চাইলেও বর্তমানে স্কুলমখো। পাঠশালা সহায়ক শাপলা রানী ও আলহাজ উদ্দিন জানান, আমাদের সামান্য বেতন ও পরিশ্রমে এলাকার দরিদ্র শিশুদের উপকারে আসতে দেখে বেশ ভালো লাগছে। আদিবাসী পল্লী ক্ষিরপোতা পাঠশালায় গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষাবিমুখ আদিবাসীর ছেলেমেয়েরা প্রি-স্কুলে আসছে। তাড়াশ উপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমিতির (একাংশের) সম্পাদক আবু হাসেম জানান, প্রি-স্কুল থেকে যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, তাদের আচরণ ও মেধা অনেক সৃজনশীল। এডিপি ম্যানেজার রঘুনাথ দাস জানান, প্রি-স্কুলে এতোদিন ৯ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হয়েছে তারা। প্রতি বছর এক হাজার শিক্ষার্থীকে স্কুলমুখো করতে সক্ষম হবে।

রফিকুল ইসলাম রনি